শুকরিয়া

কৃতজ্ঞতা প্রকাশকরণ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

وَ اِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ

পবিত্র ক্বোরআনে বারংবার উল্লেখিত আয়াত সমূহ---

اَفَلَا يَشْكُرُونَ * اَفَلَا يَشْكُرُونَ * وَسَنَجْزِى الشَّاكِرِينَ * لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ *

بَلِ اللهَ فَاعْبُدْ وَ كُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ

(ইবরাহিম-৭) (ইমরান ১৪৫) (ইয়াছিন ৭৩) (যুমার-৬৬).....

এ রকম অনেক আয়াত সমূহ মানুষকে প্রদর্শন করছে যে, খালিকে-রহিম তার বান্দাদের কাছ থেকে চাওয়া একটা কাজ সেটা হল তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। পবিত্র কুরআনে-হাকিমের মধ্যে খুবই গুরূত্বের সহিত শুকরিয়া প্রকাশ করাকে আহ্বান করা হচ্ছে। এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করাটা যে নেয়ামত সমূহকে প্রত্যাখান ও অস্বীকার করার ন্যায় প্রদর্শিত অন্যায় তা আলোচ্য

فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

রাহমান সূরায় ৩১ বার- আয়াতের দ্বারা হুমকি দেয়া হচ্ছে যে, এটা অন্যায় করচ্ছো তোমরা। আর এ আয়াতকে শক্তভাবে, বিস্ময়করভাবে ৩৩ বার উল্লেখ্য করতঃ কোরআনে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে । আর মুল শিক্ষা স্বরূপ এই আয়াত বলছে যে, মানুষেরা অকৃতজ্ঞতা, অস্বীকৃতিও অস্বীকাররের পূর্ণরূপ প্রকাশ করচ্ছে এবং করে।

হাঁ,ক্বোরআনে-হাকীম যেমন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাকে সৃষ্টির রহস্য হিসেবে তুলে ধরেছে। তেমনিভাবে, ক্বোরআনে-কাবীর হওয়া এই পৃথিবীও প্রদর্শন করছে যে, এই পৃথিবীর সৃষ্টির সর্বোচ্চ মর্মময় উদ্দেশ্য হচ্ছে স্রষ্টার প্রতি শুকর-গোজার হওয়া। তার কারণ হিসেবে যদি ভূ-পৃষ্ঠের দিকে লক্ষ করা হয় তাহলে দেখা যায় যে, এই দুনিয়ার সাজসজ্জা কৃতজ্ঞতাকে আবশ্যকীয় করে এমন রকমের প্রত্যেক বস্তুই এক ধরনের প্রস্তুতিমূলক ভাবে অবস্থানে রয়েছে ঐ দিকে তথা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রতি তার মোড় ঘুরাচ্ছে। আর সূক্ষ্ম দৃষ্টিপাতে স্পষ্ট হয় যে, এই মহান সৃষ্টির বৃক্ষ (দুনিয়া) থেকে এর প্রধান ফলই হল শুকুর গোজার হওয়া। অন্য কথায় এই ভূ-মন্ডলের কারখানার থেকে বের হওয়া বস্তুর উত্তম ও উচ্চ পর্যায়ের জিনিসটার নাম হল শুকুর।

কেননা ভূ-মন্ডলের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এই অস্থীতিশীল পৃথিবীকে একটি তলা বিশিষ্টের রূপ ধারণ করিয়ে তার মধ্যে স্রষ্টা জীবনকে সৃষ্টি করেছেন কেন্দ্র বিন্দু স্বরূপ, যার ফলে সমস্ত সৃষ্টি ঐ "জীবন কে লক্ষ করত: জীবন নামের সৃষ্টিকে খেদমত করে যাচ্ছে।" এমন কি জীবনের সমস্ত প্রয়োজন ও মিঠাচ্ছে।

অর্থাৎ পৃথিবীকে সৃষ্টিকারী সত্ত্বা যিনি, তিনি সমস্ত সৃষ্টি থেকে ঐ জীবনকে নির্বাচন করচ্ছেন। আর পরে আরও দেখচ্ছি যে, জীবনের দুনিয়াকে (সৃষ্টিকে) একটি স্থরের অবস্থানে তৈরী করে মানুষের কেন্দ্র বিন্দু হওয়া একটি

সিস্টেমে তাহাতে ছেড়ে দিয়েছেন। আর স্বভাবতঃ জীবনের থেকে সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য স্বরূপ তাহাকে কেন্দ্রস্থল হিসেবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আর সমস্ত জীবনকে তার আশেপাশে রেখে তার প্রতি খেদমত করাচ্ছেন এবং তার অনুগত করাচ্ছেন। আর সমস্ত সৃষ্টিকূলকে কে অনুগত করে মানুষকে হাকিম (নির্দেশক) হিসেবে স্থাপন করেছেন। অর্থাৎ খালিকে-যুল-জালাল মহান আল্লাহ, সমস্ত জীবের মধ্যে মানুষকে নির্বাচন করে দুনিয়াতে তাহাকে অবস্থানী করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন।

আমরা আরও দেখাচ্ছি যে, মানবের এই পৃথিবীতে এমনকি প্রাণীকূলের পৃথিবীও বঠে এখানে যেন একটি আবাসস্থলের ন্যায় স্থানের রূপ নিয়েছে এবং এই স্থানের কেন্দ্রবিন্দুতে যেন খাবার দাবারকে তাদের জন্যে রেখে দেওয়া হয়েছে। আর এই সমস্ত মানব ও জীবজন্তুকে খাবারের প্রতি স্বভাবত একান্ত আগ্রহী করে তাদের প্রতি রিযিককে খাদিম হিসেবে কাজ করার নির্দেশাবলী প্রদান করেছেন। তাদেরকে আদেশকারী ও বানিয়েছেন আর তা হল রিযিক। আর রিযিককে ঐ পরিমাণ প্রশস্থ ও ঋণী করে তৈরী করেছেন যে, অসংখ্য নেয়ামত সমূহ যেখানে সন্নিবেশিত। এমনকি, রিযিকের অসংখ্য প্রকার সমূহ থেকে মাত্র একটি প্রকারের স্বাধকে জানার, আস্বাধন করার জন্যে জিহ্বার মধ্যে স্বাদগ্রহণের একটি ক্ষমতা প্রদান করতঃ ভিন্নমুখী খাবারের সংখ্যার ক্ষেত্রে অসংখ্য ও ব্যতিক্রমী স্বাধের পরিমাপের ধারণ ক্ষমতা রেখে দিয়েছেন। অর্থাৎ সর্বোচ্চ বিশ্ময়কর সর্বোচ্চ মাহাত্মপূর্ণ, মাদুর্যময়, সর্বোচ্চ ব্যাপক ও সর্বোচ্চ চমৎকার বাস্তবতা হল রিযিকের মধ্যে।

এখন আমরা দেখছি যে, সকল বস্তু যেন রিযিকের আশপাশে একত্রিত করা হয়েছে আর সবাই ঐ রিযিকের দিকে থাকাচ্ছে, আর একিভাবে রিযিক ও সমস্ত সৃষ্টির জীবদের দিকে আধ্যাত্মিকগত ও বস্তুগত, পরিস্থিতিগত ও ভাষাগত সবক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতার সাথে সে দাড়ানো ও উপস্থিত। যা কৃতজ্ঞতার দ্বারা হচ্ছে ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশকে বাস্তবায়িত করচ্ছে স্বীয় সত্ত্বায় এবং শুকুরকে প্রদর্শন করচ্ছে। কেননা রিযিকের প্রতি প্রচন্ড আগ্রহ ও চাহিদা হচ্ছে এক রকমের স্বভাবসুলভ কৃতজ্ঞতা। এবং স্বাদ ও আস্বাদনের ক্ষেত্রে এটা একটা অনিচ্ছাকৃত কৃতজ্ঞতা যে, যাহা সমস্ত প্রাণীকুলের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে্। কেবল মানুষ এই স্বভাবজাত কৃতজ্ঞতাকে কুফুরী ও ভ্রষ্টতার দ্বারা তার গুরূত্বকে পরিবর্তন করে যাচ্ছে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশতো করচ্ছেই না বরং শিরকের প্রতি ধাবিত হচ্ছে।

আর রিযিক হওয়া যত নেয়ামত সমূহ রয়েছে সবকিছুতে অসংখ্য নিরব আকৃতি সমূহ, অসংখ্য লালসাময়ী ঘ্রান সমূহ, অসংখ্য মজাদার স্বাধসমূহ: সবকিছুই যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে আহ্বান করছে। জীব সমূহকে যেন আহ্বান করে তার প্রতি আগ্রহী হতে, আর এই মজাদার আগ্রহের সাথে এক প্রকার আনন্দ ও মর্যাদাকে প্রদর্শন করচ্ছে। যার ফলে এক আধ্যাত্মিক কৃতজ্ঞতাকে মনোবল রূপে তৈরী করে পাশাপাশি জীবনের সম্মুখে এসে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আনন্দ উল্লাসের প্রতি উৎসাহি করে। নেয়ামত সমূহের প্রতি সম্মান প্রদানে তাহাকে উদ্দীপ্ত করে। এবং তার সাথে অবস্থান করে ভাষাগত ও কর্মগত ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতাকে পথ প্রদর্শক রূপে প্রদর্শন করে এবং পরিশেষে তাহাকে দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করায়, এমনকি শুকুরের ভিতরে থাকা যে উচ্চতর স্বাধ রয়েছে ও মজাদার বস্তু রয়েছে তাহাকে আস্বাধন করায়। অর্থাৎ দেখাচ্ছে যে, এই অনুভূতি মজাদার রিযিক ও নেয়ামত রাজী অল্প ও সুনির্দিষ্ট এক প্রত্যক্ষময় স্বাদের পাশাপাশি এমন জিনিস তুমি অর্জন করবে সেটা হলো, মহান রহমানের অনুগ্রহীপূর্ণ চিরস্থায়ী ও বাস্তবীক স্বাধ এটা অর্জন সম্ভব কেবল তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে। অর্থাৎ রহমতের ভান্ডারের মালিক মহান করীম অসংখ্য স্বাধময়ী হওয়া তার আদর স্নেহকে চিন্তা করে এই দুনিয়াতে ও যেন জান্নাতের চিরস্থায়ী এক স্বাধ আস্বাধনের অর্জন আধ্যাত্মিকভাবে যেন

করাচ্ছেন। সুতরাং রিযিক শুকুরের (কৃতজ্ঞতার) কারণে ঐ পরিমাণ মূল্যবান ও মাহাত্মপূর্ণ একটি সার্বিক গুদামজাত করণ হওয়ার অবস্থায় সুস্পষ্ট যে, অকৃতজ্ঞতাকে অসংখ্য নিম্নস্থরের স্থির নিক্ষেপ করে। কৃতজ্ঞতার তাৎপর্য তুলে ধরে। ৬ষ্ঠতম কালেমায় উল্লেখিত হওয়ার ন্যায়! (এখানে ও বলছি) জিহ্বার মধ্যে যে স্বাধ অনুভূতি রয়েছে সেটাকে মহান রবের বিবেচনায় চিন্তা করলে অর্থাৎ আধ্যাত্মিক মনোভাব নিয়ে কৃতজ্ঞতার প্রকাশকরণের সাথে যখন রিযিককে অনুভব করা হয় ঠিক ঐ সময়টাতে যা হয় তা হল, এই স্বাধের যন্ত্র জিহ্বার স্বাধ অনুভূতিটা অসংখ্য রহমতের এলাহি যিনি তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী ও তদারককারী এবং প্রসংশাকারী এক সর্বোচ্চ অসীম মর্যাদার সমাসীন স্থরের স্থরে আধিষ্ঠিত।

অন্য দিকে যদি নফস এর বিবেচনায় এই জিহ্বার অনুভূতিকে চিন্তা করা হয়, তখন ফলাফল দাড়ায় অর্থাৎ রিযিককে নেয়ামত হিসেবে সাব্যস্থকারী যে শুকুর (কৃতজ্ঞতা) রয়েছে তাহার প্রতি মোটেও ভ্রক্ষেপ না করে জিহ্বার অনুভূতিশীল ক্ষমতা সর্বোচ্চ সম্মানে সমাসীন স্থর থেকে বের হয়ে খাবারের স্থল পেট যেন এক নিষিদ্ধ কারখানা ও জ্ঞানহীন জানোয়ার প্রাণীর পেটের স্থর স্বরূপ সাব্যস্থ হয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। না এটা নেয়ামতের স্থল হয় না রহমতের হয়। আশ্চর্যের ব্যাপার কিভাবে যে এই রিযিকের খাদেম মানুষ অকৃতজ্ঞদের সঙ্গী হয়ে এই পরিমাণ নিম্নের স্থরে নিজে নিজেকে নিক্ষিপ্ত করে। শুধু এটা নহে, সে রিযিকের মান মর্যাদাকে এবং তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী খাদেমদেরকেও সে অসম্মান ও নাস্তানাবোধ করছে। সর্বোচ্চ একটি অবস্থান থেকে সর্বনিম্ন স্থরে তাহাকে নিয়ে আসছে। এই জন্যে তারা এমনটি করে যে, এই কায়েনাতের মালিকের সৃষ্টির রহস্যের ঠিক বিপরীত অবস্থান নিয়ে কৃতজ্ঞহীন অবস্থায় অবস্থান রেখে রেখে এক কার্যক্রমে ব্যস্থ রয়েছে । শুকুরের (কৃতজ্ঞতার) মানদন্ড হল; পরিতৃপ্তিতা ও মিতব্যয়ীতা, সন্তুষ্টিতা ও কৃতজ্ঞতা-। অকৃতজ্ঞের পাল্লা হল; লোভ ও অপচয় এবং অমর্যাদা ও খাবারে হালাল হারামের তোয়াক্কা না করা।আর অবশ্যই লোভ অকৃতজ্ঞতার পরিণাম হওয়ার ন্যায় যেমনটি দুর্ভাগার কারণ তেমনি আপদস্থতারও কারণ। এমনকি সামাজিক জীবনের অংশ হিসেবে নিরংকুশ পিপিলীকাও এই লোভের শাস্তির মুখোমুখী হয়ে যেন পায়ের নিচে পড়ে তারা নিহত হয়। কেননা পরিতৃপ্ত না হয়ে, বছরে কয়েকটা গম পর্যাপ্ত হওয়ার পরও হাতে হাজার খানিক গম মজুদে এক দরনের কাজে ব্যস্থ থাকে, আবার পবিত্র মৌমাছি পরিতৃপ্ততার কারণে শুরূ করে উপরে উড়ে পরিতৃপ্ত হওয়ার কারণে তার মধুকে মানুষের জন্যে আল্লাহর হুকুমে দয়াপ্রবণ হয়ে তা এহছান করে তার মধু মানুষকে খাওয়ায়। হাঁ, মহান পবিত্র সত্তার জাতিগত নাম ও ইসমে-আযম হওয়া শব্দ "আল্লাহ এর পরে সর্বোচ্চ মহান নাম হল রহমান" যা রিযিক সমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করে এবং রিযিক থেকে উৎকৃষ্ট কৃতজ্ঞতা ঐ রিযিককে আবার তৈরী করে। আর এটা স্পষ্ট যে, এই রহমান শব্দের প্রস্ফুটিত এক অর্থ হল রিযিকৃদাতা (রাজ্জাক)। আর অবশ্যই কৃতজ্ঞতার শ্রেণী বিন্যাস রয়েছে, আর তার শ্রেষ্ঠতম শ্রেণী ও অনির্দিষ্ট ক্ষমতাবান প্রকারের সুচি হল "নামাজ"।

বলাবাহুল্য, কৃতজ্ঞতার ভিতরে পরিষ্কার ঈমান রয়েছে এবং বিশুদ্ধ এক একত্ববোধ ও পাওয়া যায়। কেননা, একটি আপেল কে ভক্ষণকারীও "আলহামদুল্লিাহ" দিয়ে শুকুর আদায়কারী ব্যক্তি ঐ কথার ঘোষণা দিচ্ছে যে, এই আপেল হল কুদরতের বিধানের এক দর্শন এবং সুস্পষ্টভাবে রাহমানের গুদাম থেকে এক উপহার স্বরূপ। এভাবে বলে ও বিশ্বাস স্থাপন করে প্রত্যেক বস্তুর আংশিক বা পূর্ণাঙ্গ অবস্থান যাই হোক না কেন মহান মালিকের প্রতি সমর্পন করছে। আর সে প্রত্যেক বস্তুর ক্ষেত্রে রহমতের আলোকে জানে ও দেখে। বাস্তব এক ঈমান ও বিশুদ্ধ এক একত্ববাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার সহিত তার মনোভাব প্রকাশ করছে।

মানবিক অবহেলা ও নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ ও অস্বীকৃতি সে কি পরিমাণ নিম্নশ্রেণীর একটি ক্ষতিকর বিষয় অনেক অনেক কারণ ও দিক সমূহ থেকে একটি আমরা বর্ণনা করছি এটা হল এই যে, মজাদার কোন খাবার যদি মানুষ ভক্ষণ করে এবং তার কৃতজ্ঞতা ও স্বীকার করে, তখন ঐ ভক্ষণকৃত নেয়ামত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দ্বারা এক নুরের আলোতে রূপান্তরিত হয়। এটা পরকালের জন্যে একটি জান্নাতের ফলের রূপও নেয়। আস্বাধিত ঐ স্বাধ কে যখন মহান আল্লাহর রহমতের কৃপা স্বরূপ চিন্তা করতঃ ভোগ করার ফলে এটা বড় ও চিরস্থায়ী স্বাধ ও মজা প্রদান করে। এটার ন্যায় আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞা ও সারাংশ এবং বস্তুময় কোন ফলের বাকল কে অদৃশ্য এক উচ্চ পর্যায়ে প্রেরণ করত: সাধারণ বা নিম্নময়ী কোন কিছু যা আমরা খাবারের পর ফেলে দেই কিন্তু যদি এটাকে ও কৃতজ্ঞতার নিরীখে চিন্তা করে তা কিন্তু আধ্যাত্মিক কর্মকান্ডের দৃষ্টিতে ডাস্টবিন না হয়ে নেয়ামতের রূপে রূপ নিয়ে আখেরাতের ফল স্বরূপ রূপান্তরিত হয়। অন্য দিকে যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা না হয় তাহলে সুনির্দিষ্ট ও সীমিত ঐ স্বাধ দূরীভূত হওয়ার সাথে সাথে এক কষ্টের কারণ ও হতাশার কারণ হয় এমনকি স্বয়ং ব্যক্তিও নিকৃষ্টতার অংশ হয়। তখনকার অবস্থা হীরার মাহাত্ম কয়লার ন্যায় হয়ে যায় । কিন্তু কৃতজ্ঞতার সাথে খেলে ও চিন্তা করলে শেষ হয়ে যাওয়া ফল ও খাবারের স্বাধ চিরস্থায়ী রূপে রয়ে যায়। কৃতজ্ঞহীন হলে খুবই সুন্দর আকৃতিটা নিকৃষ্ট আকৃতিতে রূপ নেয়। কেননা ঐ গাফেল লোকটির মতে ফল খাবার পর তার শেষাংশ নষ্ট হয়ে যায় আর কোন উপকারে আসে না। হাঁ, রিযিকের প্রেমে প্রেমাস্পদ হওয়ার একটা খাদ, আকৃতি বা ভাব রয়েছে। আর এটা প্রস্ফুটিত হয় কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে। নতুবা আহলে গাফিল ও ভ্রষ্ট লোকটি তো চতুষ্পদ প্রাণী ছাড়া অন্য কিছুর ন্যায় রিযিকের প্রেমে পড়ে না। আর এর বিশেষ পন্থাকে যদি তুলনা কর তুমি বুঝতে পারবে যে, অবহেলায় জীবনযাপনকারীরা ও ভ্রষ্ট ব্যক্তিরা কি পরিমান নিম্নশ্রেণীর স্থরে ক্ষতিক্ষর অবস্থায় ঘেরাও রয়েছে।

জীবন বহনকারী সৃষ্টির মধ্যে সবচাইতে রিযিকের জন্য বেশি মুখাপেক্ষী হল "মানুষ"। মহান মালিক মানবকে এই পৃথিবীর খলিফা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। যার মধ্যে গুণাবলী রয়েছে তা হল, এই মানুষকে তিনি তার নাম সমূহ শিখিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ আয়না প্রদান করেছেন। এবং এই মানুষকে রহমতের গুদামের ভান্ডারসমূহের অনুভূতি ও অনুভব করার জন্যে পঞ্চইন্দ্রিয় ক্ষমতাময় এক অস্ত্র তাহাকে দিয়েছেন যা কুদরতের অলৌকিক এক নিদর্শন। এবং এই মানুষকে যে নাম সমূহ শিখিয়েছেন এগুলোর তজল্লী ও এগুলোর মধ্যে বিশেষজ্ঞ হওয়ার যে সূক্ষ সূক্ষতা, পরিমাপ করার ক্ষমতাও তাহাকে দিয়ে তিনি এই বিশাল পৃথিবীর খলিফা রূপে সৃষ্টি করেছেন। আর এই জন্যে মানুষকে অসংখ্য প্রয়োজনের মুখাপেক্ষী করতঃ বস্তুবাদিক ও আধ্যাত্মিক সর্বশ্রেণীর রিযিকের মুখাপেক্ষী করেছেন।

আর মানুষ এই ব্রত গুণাবলীর প্রেক্ষিতে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থলের এক অধিকারী হওয়া "আহসানে তাক্বীম" (সুন্দরতম অবয়ব) এর মালিক হওয়ার মাধ্যম কেবল শুকুর গোজার হওয়ার জন্যে করেছেন । যদি শুকুরিয়া প্রকাশ না করে তাহলে সে নিচ থেকে নিচে নামবে এবং ফলাফলে স্বীয় তরে সাথে অসীম জুলুমকারী হিসেবে সাব্যস্থ হবে।

উপসংহারঃ- সর্বোচ্চ এবং সবচাইতে উপরের রাস্তা হওয়া যে ইবাদতের রাস্তা ও প্রেমাস্পদের রাস্তা রয়েছে এগুরোর ৪টি মৌলিক স্থরসমূহ থেকে সর্বোচ্চ মাকামের স্থর হল শুকরিয়া আদায় করা; আর এই চার স্থরকে ঐভাবে একত্রে বলা হয়েছিল যে,

دَرْ طَرِيق عَجز مَنْدِى لَازم آمدْ چَار چِيز"

فقر مُطلق عَجز مُطلق شُكر مُطلق شَوق مُطلقْ أيْ عَزيز".

“তড়িগড়ির মুখাপেক্ষীতা নিরাময়ে রয়েছে চারটি স্থর সক্রিয়

পরম অভাব, পরম দরিদ্রতা, পরম আবেগ ও অসীম কৃতজ্ঞতা হে প্রিয়।”

রেফঃ মাকতুবাত ৩৬৪

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الشَّاكِرِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ